সংবাদ

তারিখ 11 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সাতক্ষীরায় ২১৬ মাদরাসার অধিকাংশ শিক্ষক নাশকতা মামলার আসামি

পালিয়ে থেকেও নিয়মিত বেতন তুলছেন

প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা

জেলার ২১৬টি মাদ্রাসার প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষকের অধিকাংশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বিগত ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে তারা সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। জামায়াতের লেলিয়ে দেয়া সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে করার অভিযোগ। রাস্তা কাটা, গাছ কাটা, বোমা বিস্ফোরণ, বাড়ি ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট, এমনকি কুপিয়ে ও পিটিয়ে একাধিক নেতাকর্মীদের হত্যার অভিযোগে এক একজন মাদ্রাসা শিক্ষকের নামে ৫ থেকে ১৫/২০টি করে মামলা রয়েছে। এসব মামলায় অনেকেই গ্রেফতার হয়েছে। অনেকেই পালিয়ে আছে। আবার অনেকেই পালিয়ে থাকায় তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করলেও তারা মাদ্রাসার হাজিরা খাতায় নিয়মিত উপস্থিত স্বাক্ষর দেখিয়ে বেতন উত্তোলন করছেন। এসব ঘটনায় জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কিশোরী মোহন সরকার জানান, সাতক্ষীরা জেলায় দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে ১৬৮টি, আলিম মাদ্রাসা রয়েছে ২৬টি, ফাজিল মাদ্রাসা রয়েছে ১৮টি এবং কামিল মাদ্রাসা রয়েছে ৩টি। মোট ২১৬টি মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক রয়েছে ২ হাজার ৪৬৬ জন। এর মধ্যে সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় মাদ্রাসার সংখ্যা মোট ৪৬টি, এর মধ্যে দাখিল ৩৪টি, আলিম ৮টি, ফাজিল ২টি ও কামিল মাদ্রাসা রয়েছে ২টি। প্রত্যেকটি মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য রয়েছে পরিচালনা পর্ষদ বা ম্যানেজিং কমিটি। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরেই এসব শিক্ষকের বেতন-ভাতা উত্তোলন

নাশকতা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

নাশকতা : মামলার আসামি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা হয়। সে কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার প্রয়োজন হয় না। দায়িত্বশীল একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এসব মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটি নির্ভর হওয়ায় প্রশাসনিকভাবে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের অগোচরেই চলে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড। তার রাষ্ট্রবিরোধী সেই কর্মকাণ্ডের কোন তথ্য এসব অফিসে নেই।

সম্প্রতি জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে গিয়ে কতজন মাদ্রাসা শিক্ষকের নামে সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা রয়েছে বা কতজন কারাগারে আছে বা কতজন কারাবরণ করেছে এসবের কোন তথ্য তিনি দিতে পারেননি। তিনি জানান, বিগত বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি শহরের সার্কিট হাউস এলাকায় জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষ ছিল জেলায় নজিরবিহীন ইতিহাস। এ ঘটনার পর তৎকালীন জেলা প্রশাসনের নির্দেশে কোন কোন মাদ্রাসার শিক্ষকদের নামে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা আছে তা জানতে চেয়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন। এ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা শিক্ষা অফিসাররা স্ব স্ব মাদ্রাসার সুপারের কাছে আরেকটি পত্র দিয়ে শিক্ষকদের নামে মামলা আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে অসমর্থিত সূত্র জানায়, কোন কোন মাদ্রাসার সুপার জানিয়েছেন যে, তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের নামে মামলা আছে কিনা তা তাদের জানা নেই মন্তব্য করেই দায়িত্ব শেষ করেন। অথচ দেখা গেছে ওই প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধেই একাধিক মামলা থাকার পরও তিনি নিজেই জানিয়েছেন কোন মামলা নেই। আবার কোন কোন মাদ্রাসার সুপার উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের এ পত্রের কোন তোয়াক্কাই করেননি। অথচ পারিপার্শ্বিকভাবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সদরের আউডাঙ্গা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ইসলামের ইতিহাসের প্রভাষক ইকবাল হোসেন ও জেলা নায়েবে আমির মাও. রফিকুল ইসলাম চাঞ্চল্যকর মামুন হত্যাসহ অসংখ্য সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকায় তাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা রয়েছে। আগরদাড়ি কামেল মাদ্রাসার প্রভাষক ও জেলা জামায়াতের সাবেক আমির বর্তমানে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মুহাদ্দেস আবদুল খালেক, জেলা নায়েবে আমির মুফতি মুহাদ্দেস রবিউল বাশার, ক্বারী আকরামুজ্জামান, প্রভাষক মাও. মাহ্ফুজ, প্রভাষক জুলফিকার আলী বুলবুল ও সহকারী মৌলভী মাও. নজরুল ইসলামের নামে কমপক্ষে ৫টি থেকে ১৫টির অধিক করে মামলা রয়েছে। এছাড়াও প্রভাষক বুলবুল কর্তৃক মাদ্রাসার জমি লিজ নিয়ে ওই জমিতে থাকা গাছ কর্তনের অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ার পর শাস্তিমূলকভাবে বিগত ২ বছর ধরে তার বেতন-ভাতা বন্ধ রয়েছে।

এরপর রয়েছে আগরদাড়ি মহিলা মাদ্রাসা। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মৌলবী লুৎফর রহমান ও এবতেদায়ী প্রধান রবিউল ইসলামের নামে একাধিক মামলা রয়েছে। সাতক্ষীরা শহরের জায়েন উদ্দীন মহিলা আলিম মাদ্রাসা। সেখানের কম্পিউটার শিক্ষক সাংবাদিক আবু সাঈদকে গত ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শহর থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলহাজতে প্রেরণ করেছে। এছাড়াও ৪ ফেব্রুয়ারি জেলায় জামায়াত ও বিএনপির ১৭ নেতার নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায়ও এজাহারনামীয় আসামি সে। জামায়াতের মুখপাত্র হিসেবে এ জেলার সব খবরাখবর সরবরাহ করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই প্রতিষ্ঠানের অন্য শিক্ষক মাও. নুরউদ্দীন দুটি মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি। আহসানিয়া মিশন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আবদুল মুহিদ নিজেই মামুন হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলার আসামি। এছাড়াও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্য এক কর্মচারী মনসুর আলীও একাধিক মামলার আসামি বলে জানা গেছে। সূত্রমতে, মনসুর আলী একবার জেল খেটে বর্তমানে জামিনে মুক্ত হয়ে আছে। সদরের কাথন্ডা আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আবদুল গফফার সাবেক এমপি মাও. আবদুল খালেক মণ্ডলের জামাই। আবদুল গফফার নিজেই মামুন হত্যাসহ অসংখ্য মামলার আসামি। তিনি সদর পশ্চিম নায়েবে আমির হিসেবে দলটির গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন। এ পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। অথচ এই মাদ্রাসার অন্য শিক্ষক শামসুর রহমান তিনি মাদ্রাসায় চাকরি করলেও তার নামে নাশকতার অভিযোগের কোন মামলা না থাকলেও পুলিশ তাকে আকস্মিকভাবে গ্রেফতার করে সম্প্রতি ৩টি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। শিক্ষক শামসুর রহমান বর্তমানে কারাগারেই রয়েছে বলে সূত্র জানায়। সদরের যোগরহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক মাও. আব্দুস সবুর দ্রুত বিচার আইনের একটি মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামিসহ একাধিক মামলার আসামি। শহর উপকণ্ঠের কাশেমপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাও. মনিরুজ্জামান জানামতে ৭/৮টি মামলার আসামি। সে কাশেমপুর গ্রামের ক্বারী কাশেমের পুত্র। শহর উপকণ্ঠের পশ্চিম এলাকায় বকচরা আহমাদিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী মাও. শাহাদাৎ হোসেন জামায়াতের সদর পশ্চিমের সেক্রেটারি। অভিযোগ রয়েছে মাও. শাহাদাৎ হোসেন কাদের মোল্লার রায়ের দিন রাতে সাতক্ষীরার আগরদাড়ি অঞ্চলের সব স্থাপনাও পোড়াও কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ অভিযোগ ওই এলাকার ভুক্তভোগীদের।

এদিকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিধি অনুযায়ী কোন শিক্ষক ফৌজদারি মামলার আসামি ও চার্জশিটভুক্ত হলে আদালতে আত্মসমর্পণের দিন থেকে সাময়িক বরখাস্ত হওয়ার পাশাপাশি বেতন-ভাতা অর্ধেক উত্তোলন অর্থাৎ খোরপোষ ভাতা উত্তোলন করতে পারবেন। অথচ সরকারি এ আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এসব মাদ্রাসার শিক্ষকরা সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে একাধিক মামলা, চার্জশিট, আদালতে আত্মসমর্পণ, হাজতবাস হলেও তারা যথারীতি বেতন-ভাতা উত্তোলন করছেন। আবার অনেকে পালিয়ে থেকেও হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিতির খাতায় সারা মাসের স্বাক্ষর দেখিয়ে বেতন-ভাতা উত্তোলন করছেন। যা সরকারের অর্থ তছরুপের শামিল। এখানে আইন অনুযায়ী তাদেরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হচ্ছে না। সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জয়নুল আবেদিন জানান, কতজন মাদ্রাসা শিক্ষকের নামে মামলা আছে তার কোন তথ্য অফিসে নেই। এসব অভিযোগে কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তাও তার জানা নেই। কেন নেই এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ বা ম্যানেজিং কমিটিই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে শিক্ষা অফিসে তথ্যের প্রয়োজন পড়ে না। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কিশোরী মোহন সরকার বলেন, আমরা অচিরেই যেসব মাদ্রাসা শিক্ষকদের নামে মামলা আছে তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাঈদুজ্জামান তিনি নিজেও কতজন মাদ্রাসা শিক্ষকের নামে মামলা আছে তা জানাতে পারেননি। তবে এ ব্যাপারে পৃথক এটিকে করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান।